আছি চোখ বুজে

দিলরুবা আহমেদ
dilruba_ahmad@yahoo.com

ইলিশ মাছের মেলা কি? নাজার কথাটা বলে সাকিবের দিকে উৎসুক চোখে চেয়ে রইল। সাকিব চেয়ে আছে সাদা কাগজটার ওপর। এতে লেখা শুধু গো টু ই-মেলা। নাজার অর্থটা বের করতে চাচ্ছে। পরপর বলে গেল, ইডিয়টদের মেলা, ইরানিদের মেলা, ইসলামি মেলা। সাকিব ওর দিকে চেয়ে বলল, সব কয়টাতে তুমি নিজেই গোল দিতে পারবে। একাই একশো। মেলার কি প্রয়োজন।

জন্মগতভাবে নায়রাহ্ নাজার ইরানিয়ান মুসলমান। আছে এ দেশে বহুদিন থেকে। সাকিব ভেবে অবাক হয়, ইউএসএ'র বুকে এরকম একটা ধর্মভীরু মেয়ে তৈরি হল কেমন করে। নাজার অবশ্য বলে, এটা পারিবারিক ঐতিহ্য। পরিবারে আর সবাই যেমন বাকিরাও তো তেমনই হবে–চলনে, বলনে। সাকিব জানায় না যে, সে এসেছে অত্যন্ত রক্ষণশীল এক পরিবার থেকে। কিন্তু পারিবারিক ট্রাডিশনটা কাজ করেনি তার ক্ষেত্রে বরং নাজারের জন্য ভালোবাসা গভীর হতেই সে টুপ করে নামাজ পড়তে শুরু করেছে। তার ক্ষেত্রে পরিবারের চেয়ে ভালোবাসাই বেশি বেগবান। সাকিবের পরিবারের সবাই অবশ্য খুব খুশি। আমেরিকায় গিয়ে ছেলের এ উন্নতি হয়েছে। কোথায় উচ্ছন্নে যাওয়ার ভয়ে তারা অস্থির সেখানে সে হয়ে গেছে নামাজি, শুদ্ধ মানুষ। শুধু জানে না তার বিশুদ্ধ ভালোবাসার কথা। নাজারকে দেখলে অপছন্দ হওয়ার কিছু নেই, ধর্মীয় বন্ধনও এক। সমস্যা শুধু দেশ, ভাষা। ভালোবাসা দেশকাল মানে না, সবাই কথাটা জানলেও মেনে নেয় না কেউই তেমন। কোথায় যেন একটা খচ-খচ থেকেই যায়। এ মুহূর্তে খচ-খচানি গোল-গোল চোখ করে (নাজার) চেয়ে আছে তার দিকে। সকালে মশি এসেছিল। তাকে বাসায় না পেয়ে চিরকুট রেখে গেছে। গো টু ই-মেলা, আর কিছু নেই। আসার আগে ফোন করলেই জানতে পারত সে বাসায় নেই। আনসারিং মেশিনে মেসেজ রাখতে পারত। কিন্তু মশি এসবের মধ্যে নেই। সবসময় হুটহাট, পুটপাট, ধুপধাপ বা ধুমধাম করে চলা চাই। এখন ফোন করে যে সে জিজ্ঞাসা করবে তার উপায় নেই। মশি এখন কাজে। ম্যাকডোনালস বানাচ্ছে। নিজের কিছু সাইড বিজনেসও আছে। এত বলার পরও সেলফোন বা পেজার কেনে না। হাড়কিপটা! এখন কে বোঝাবে কোথায় যেতে বলেছে।

নায়রাহ্ ইতোমধ্যেই কয়েকবার মশির বাসায় ফোন করেছে। মশির বউও যথারীতি বলেছে বাসায় এলেই ফোন করতে বলবে। মশির বউয়ের স্বভাব হচ্ছে অধিকাংশ জরুরি কথাই ইচ্ছাকৃতভাবে ভুলে যাওয়া। আর যেহেতু নায়ার ফোন করেছে নির্দ্বিধায় সে ভুলে যাবে খবরটা মশিকে দিতে। এ ইরানি মেয়ের ছোবল থেকে সমগ্রবাংলার আপামর জনতাকে বাঁচানোর প্রচন্ড তাগিদ অনুভব করেন তিনি অহরহই। নায়রাহ্ অবশ্য মশিভাবির এ চোখ উল্টে রাখার ব্যাপারটা ঠিক মতন বোঝে না। উল্টা সে ভাবে–মশির বউয়ের সঙ্গে তার ভালো বন্ধুত্ব রাখা উচিত। অন্তর থেকেই সে টানটা অনুভব করে। যদিও ওই পড়া ভালোই নিরুত্তাপ।

একদিন মশিভাবি বলে ফেললেন, এত ধর্মধর্ম কর তোমরা, ধর্মে কিন্তু প্রেম নেই।

নায়রাহ্ অবাক হয়ে জানতে চাইল–মানে?

প্রেম করলে যা যা করে বেড়াও তোমরা, তা তো ধর্মে নিষিদ্ধ। এখনো তো তোমরা পরপুরুষ-পরনারী।

কি কি করতে হয়? নাজার খুবই নিষ্পাপ চোখে চেয়ে জিজ্ঞাসা করল। মহিলা অবাক হয়ে নাজারের দিকে চেয়ে লাল-নীল-বেগুনি হতে থাকলেন। ভাগ্যিস মশি ছিল না। থাকলে বউকে আচ্ছা ধোলাই দিত। সাকিব আলাপচারিতা শুনে না শোনার ভান করল। আকাশ-বাতাস দেখায় ব্যস্ত থাকল।

নাজার সেদিন ওই বাসা থেকে বের হয়ে বহুবার জানতে চেয়েছিল, কি করতে হয়। সাকিব হা হা করে হেসেছে। তার নাক টিপে দিয়ে বলেছে, ইউ সিলি গার্ল। মেয়েটা একটু সোজা এবং বোকাও। তবে অতটা না যতটা মাঝেমধ্যে ভান করে। ইচ্ছা করেই করে। তবে তাও ভালো লাগে সাকিবের।

নাজার আজ ইলিশ মাছ ভেজে এনেছে। দুজন একসঙ্গে খাবে বলে। সাকিবকে টেনে নিয়ে টেবিলে বসাল। হাত থেকে মশির চিরকুটটা টেনে নিয়ে নিল। বলল, মানুষের সামনে যা থাকে ভাবনাটা সেদিকেই যায়। দেখ ইলিশ মাছের প্রভাব। প্রথমেই মনে হল ইলিশ মাছের মেলা। সাকিব কিছু বলল না। নাজারকে দেখল শুধু। ওই কাঁটাদার মাছও খাওয়া শিখেছে নাজার তারই জন্য। তার প্রিয় মাছ তাই তাকেও খেতে হবে। এ মেয়ের ভালোবাসা শুধুই অনুভবের বিষয়, বাইরে থেকে কেউ বুঝবে না। সে জানে খাওয়া শেষ হতেই নাজার চলে যাবে। কিন্তু ওইদিকে মশিভাবি ভাববেন, রাতভর বুঝি মেয়েটি এখানেই কাটিয়ে গেল। জন্ম-জন্মান্তরের তাবৎ অভিশাপ বর্ষিত হতে থাকবে ওয়েকো (WACO) থেকে। ভাগ্যিস ওয়েকো (WACO) থেকে অস্টিনের (Austin) কিছুটা দূরত্ব আছে। না হলে বৃষ্টির মতন বর্ষানো অভিশাপে জর্জরিত হয়ে যেত এ মেয়ে।

এখনই সে পৌঁছাতে পারছে না, হিমেল হাওয়ায় ফ্রিজ হয়ে যাচ্ছে, বরফকণা হয়ে আকাশময় ঘুরে বেড়াচ্ছে। আজ রাতে তাপমাত্রা জিরোর নিচে চলে যাওয়ার কথা। সকালে উঠে

দেখবে চারদিকে সাদাটে একটা বরফের স্তর পড়ে আছে। নাজারের তাড়াতাড়ি বাসায় ফিরে যাওয়া উচিত। সব সময়ের মতনই নাজার খেয়ে যাচ্ছে আর বকবকাচ্ছে। আজ সে টিভি'তে ড. রাইসকে দেখেছে। বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী মহিলাটি জনগণকে খবর দিয়েছেন, প্রেসিডেন্ট বুশ হচ্ছেন একজন খুবই দ্রুত খাদক। তার সঙ্গে খেতে বসলে দেখা যায় প্রেসিডেন্ট ডেজার্টও শেষ করে ফেলেছেন, অথচ বাকিরা মেইন ডিশের মাঝপথও পার হয়নি। নাজার কথাটা বলে খুব হাসছে। কি সুন্দর ঝিলমিলে হাসি। তার হাসির মাঝে ঝরনা বয়ে যাওয়ার শব্দ পাওয়া যায়। সাকিব মুগ্ধ হয়ে মেয়েটিকে দেখছে।

তুমি কি জানো নোবেল পেয়েছে শান্তির জন্য আমার দেশের এক মহিলা–শিরিন এবাদি? মুসলিম মহিলার নোবেল, তা-ও আবার শান্তির জন্য। বিউটিফুল, কি বল?

তোমার তো তা হলে ট্রিপল আনন্দ। কোন কারণটা তোমাকে বেশি খুশি করছে?

তুমি বল!

মেয়ে?

নো জিরো, আমিও মেয়ে। আমি পেলাম না, ও পেলে খুশি হব কেন?

নায়রাহে নজর কাড়ার মতন করেই চোখ নাচালো।

Ok, Miss jealous, মুসলিম বলে?

No, আবারও জিরো।

তা হলে তো থাকল শুধু স্বদেশি।

Yes, সে মেয়েছেলে হিন্দু-বৌদ্ধ যা-ই হোক অসুবিধা তো নেই। আনন্দ তো এখানে যে, সে আমার দেশের মানুষ।

দেশটা কি? সীমানাই তো। সীমানা এতটা বড় হবে কেন?

ননসেন্স, মাথায় কিছু নেই।

মাথায় আছে। মনে নেই। মাথা বলছে মেয়ে হলে মিল হয়, ধর্মে হলেও মিল হয়। দেশ হলেই যে মিল হতে হবে তা কেন? ইরাক-ইরান-সউদি আরব একসঙ্গে একটা দেশ ঘোষিত হলে তিনটি ভূমিই তোমার দেশ। কিন্তু হঠাৎ করে তোমাকে ছেলে বা হযরত ঈসার (আ.) উপাসক করা যাবে কি?

যাও না সব সীমানা তুলে দিতে–Blood গঙ্গা বয়ে যাবে।

সাকিব হাসল, অন্যদিকে চেয়ে আস্তে বলল, বেচারা রক্তগঙ্গা। নাজার ওসবে নজর না দিয়েই বলল, তুমি যাকেই জিজ্ঞাসা করবে সে-ই বলবে দেশ আগে। অন্য সবকিছু পরে। বুঝেছ আহাম্মক? এবার অবশ্য আহাম্মক বলছে খুব ধীরে। যুক্তি হয়তো-বা ফু দিয়ে উড়িয়ে দিতে পারছে না।

ভোটাভুটির দরকার নেই। তুমি তো এখন আমেরিকান, নাকি ইরানিয়ান?

অবশ্যই আগে ইরানিয়ান।

আমি অবশ্য বাংলাদেশকে নিয়ে ওই রকম ভাবি না।

কারণ তোমার দেশপ্রেম নেই।

নাজার কথাটা বলল খুবই ঠাট্টার ছলে। কিন্তু বুকের ভেতর ধাক্কা খেল সাকিব। তার চোখেমুখে ধরা পড়ল আঘাতটা।

নায়রাহে খিলখিলিয়ে হেসে উঠে বলল : কি, বুকটা ফাটিয়ে দিলাম তো Mr. Universe!

আসলেই দিয়েছে। এ মেয়ে সবসময়ই তার বুকটা ফাটিয়ে দেয়। এ মেয়ের জন্যই সে বুক ফেটে মরে যেতে বসেছিল। যেতই হয়তো মরে, যদি না মেয়েটি বলত, ভালোবাসি।

কি ভাবছ, Mr. ভাবলু?

আজব সব নামে ডাকে মেয়েটি তাকে। তাও তার ভালো লাগে। বাংলা ভাষার অদ্ভুত অদ্ভুত শব্দ সে শেখে মশির কাছ থেকে। মশি বিপুল উৎসাহে তার বৌয়ের আড়ালে আজগুবি সব শব্দ শেখায় নাজারকে।

একবার নাজারের বাসা থেকে সে আসতে চাচ্ছিল না। হঠাৎ নাজার তার পেছন-পেছন ঘুরতে-ঘুরতে বলতে লাগল, I will give you half moon.

নাজার তার হাতটা অর্ধেক চাঁদের মতন করে রেখেছে। দেখেই বুঝল অর্ধচন্দ্র দেবে, গলাধাক্কা। বাগধারা। গলাধাক্কা ব্যাপারটা খুব বেশি শোভন কিছু নয়। মশি নিশ্চয়ই তা ব্যাখ্যা করেনি।

যা বলছ, দেখাচ্ছ, অর্থ জানো?

জানি, এটা একটা মন্ত্র। এটা তোমার চারপাশে আওড়ালেই মশি বলেছে, তুমি চলে যাবে। বাংলাটা ভুলে গেছি তাই ইংরেজিতে বলছি।

এ কারণে কাজ হচ্ছে না। এটা বলা মানে হচ্ছে, গলাধাক্কা দিয়ে তোমাকে বের করে দেব।

শুনে নায়রাহে নাজার তার অসাধারণ দুটো চোখ কপালে তুলে জিভ বের করে দাঁতে কাটল। মুহূর্তেই ক্ষমা পেল মশি। এত সুন্দর একটা দৃশ্যের পর আর কি অভিযোগ থাকতে পারে!

নাজার তাড়া দিল, কি খাওয়া শেষ কর!

বুশের সঙ্গে ডিনারে গেলে তো দেখা যাবে প্রেসিডেন্ট সাহেব ঘুমাতে চলে গেছেন। তুমি তখনো খাবার নিয়ে তড়পাচ্ছ। সাকিব শুধু নিঃশব্দে হাসতে থাকল। এ মেয়েটি থাকলে জীবনটা তার ভরে থাকবে। কিছুই তার আর লাগবে না। খাওয়া শেষ হতেই নাজার বিদায় নিল। আর নাজার চলে যেতেই ঘরময় ঝুপ করে নামল নীরবতা। নিঃসঙ্গতা। ভিড় করল তার দীর্ঘদিনের লাগাতার সঙ্গী একাকিত্ব। ঘরের ভেতর

হিটার চলছে। শব্দ পাচ্ছে হিটার চলার। খুব ঠান্ডা বাইরে। খুব ইচ্ছা করছে বারান্দায় দাঁড়াতে। কিন্তু এত ঠান্ডায় বাইরে দাঁড়ানোও সম্ভব নয়। আজকাল প্রায়ই মনে হয়, ঠান্ডারও একটা গন্ধ আছে খুব শিনশিনে একটা গন্ধ।

কৌটিল্যের বলা সেই বনের মাঝে পাতা পড়ার শব্দ পায় সে। ভ্রমরের উড়ে বেড়ানোর শব্দও। হেসেছিল একসময় অথচ এখন তো মনে হচ্ছে সে পাচ্ছে ঠান্ডার সুবাস। একলার একাগ্রতা ভিড় করেছে তার মতন জগৎছাড়া এক মানুষের মাঝে।

কতশত দিনের এ একা-একা পথচলা, টিক টিক টিক, শুধু ঘড়ির শব্দই যেন চারধারে। রাজনৈতিক আশ্রয় নিয়ে একদিন ঢুকে পড়েছিল এ দেশে। সেই থেকে আটকে আছে, আটকে গেছে। কোনো চাহিদা নেই। মাতোয়ারা নেই। ধ্বংস বা গড়ার কোনো স্পৃহা নেই। সবকিছুতেই ছাড়াছাড়া ভাব। আলগা। অন্যমনস্ক। পালাই পালাই।

২৩ বছরের সেই এক যুদ্ধংদেহী আগন্তুকের অবতরণ হয়েছিল ইউএসএ'তে। তারপর ১২ বছরের বনবাসে তখন সে এক ভিন্ন মানুষ, সন্ন্যাসী কি?

সম্ভবত সমগ্র এ সৌরম-লে তার একটিই বিষয় আছে সবসময় তাকে ব্যস্ত রাখে। নায়রাহ্নে নাজার। তার নজরকাড়া হৃদয় ফাটানো রমণী। নিজেই ড্রাইভ করে ফিরে গেছে। খবর নিতে হবে ঠিক মতন পৌঁছাল কি না।

দরজায় শব্দ। সাকিব চমকে দরজার দিকে ফিরে তাকাল। অযথাই ভয় পাওয়ার একটা বাতিক তাকে পেয়ে বসেছে।

দরজা খুলতেই অবাক। বাহ! মশি। তবে যথারীতি হাসিখুশি ভঙ্গিমাটা নেই। এদিক-ওদিক চাইছে না সবসময়ের মতন আগ্রহভরে, যেন আজ চারদিকে প্রচুর দর্শনীয় বিষয়বস্তু ছড়ানো নেই। মশি হচ্ছে সব ধরনের বাংলাদেশি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের এক প্রথমসারির আয়োজক এবং প্রথম শ্রেণীর তবলাবাদক। প্রায় সব বাঙালি অনুষ্ঠানেই মশিকে দেখা যায় ধমাধম তবলা বাজাতে। দেশের তাবৎ খবরের আড়তও সে। সাকিবের ঠিক উল্টো, সাকিব নিতান্তই বেখবর। বন্ধুকে খুশি রাখতে মাঝে মধ্যে বলে, আছে তো সঙ্গে চলমান বিবিসি দরকার পড়লেই অন করে নেবো। তবে তাকে কখনোই অন করতে হয় না। ঝনঝনিয়ে বাজে মশি যখন-তখন। হঠাৎ দেখা গেল একদিন এক-সন্ধ্যায় মুষলধারে আমার সোনার বাংলা গেয়েই চলেছে মশি। থামাথামি নেই। কারণ জানা গেল, বাংলাদেশের কোনো এক আন্তর্জাতিক সম্মেলনে জাতীয় সঙ্গীতের ক্যাসেট বাজেনি।

যান্ত্রিক গোলযোগ, হতেই পারে। কিন্তু কে বোঝাবে মশিকে, প্রেসটিজ নিয়ে সে খুবই চিন্তিত। সাকিব হাসিমুখে বলল, দু'বারে বাজেনি তো কি হয়েছে তৃতীয়বারে ঠিকই বাজত। আরেকবার চেষ্টা করলেই হত। অথবা যে-কোনো একটা ক্যাসেট বাজিয়ে দিয়ে গম্ভীর হয়ে সবাই মিলে দাঁড়িয়ে পড়লেই হত, বিদেশিরা তো আর বুঝত না ওটা কি সঙ্গীত। মশি ভালোই বিরক্তির সঙ্গে তার দিকে চেয়ে থাকল কিছুক্ষণ। তারপর থেকে আনমনে যখন-তখন জাতীয় সঙ্গীত গেয়ে উঠতে থাকল। ক্ষতিপূরণ কি—সাকিব জিজ্ঞাসা করে উত্তর পেল না।

ম্যাকডোনালস-এ মশির সহকর্মী জুহি, নেপালি মেয়ে। সেও এখন জানে মশি যে-কোনো সময় জাতীয় সঙ্গীত গেয়ে উঠতে পারে। আর তখনই তাকে উঠে দাঁড়াতে হবে। একদিন মশি এক লাইন গায়, থামে, আবার গায় আরেক লাইন, থামে—এই করে-করে কাজ করছিল। হঠাৎ জুহি বলল, মশি তুমি কি একবারে গেয়ে শেষ করতে পার? আমি এই পর্যন্ত তিন থেকে চারবার ওঠ-বস করলাম।

তারপর যেন মশির হুশ হল। সবাইকে সে ঝামেলায় ফেলছে। গানের আহাজারি শেষ করল।

তারপর কিছু দিন মাতম করল ১৮ টুকরো মৃতদেহ নিয়ে। ক'দিন কাটল ভেবে, একটা মানুষকে কিভাবে ১৮ টুকরো করা যায়। মাথা, দুই পা, দুই হাত, গলা, বুক, পেট তারপরও বাকি থাকে আরও দশটা কোপ। ঘুমাল না মশি কয় রাত। মানুষের পাষ-তা তাকে উদ্‌ভ্রান্ত রাখল। পাথর হয়ে আছাড় খেলো, হুশ হারাল, তখন ১০০ টুকরোতে ভাগ করা মানুষের দেহের খবর বের হল। সাকিব গম্ভীর হয়ে বলল বটি কাবাব বানানোর চেষ্টা চলছিল মনে হয়। মশি এ কথায় এতটাই আহত হল যে, ১৭ দিন এ মুখো হল না। নাজারকে শুধু জিজ্ঞাসা করল, এই পাষ-ছেলেকে তুমি বিয়ে করবে কি না ভেবে দেখো। ভাগ্য ভালো টুকরোগুলোর হিসাব মিলিয়ে দিতে নাজারকে অনুরোধ করেনি। জুহিকেও না। বিদেশিদের বলে দেশের সম্মান নষ্ট করার মতো বোকা ছেলে নয় মশিটা। সাকিব চিরকুটটা মশির সামনে ধরল।

মশিও তাৎক্ষণিকভাবে এমন এক মুখভঙ্গি করল যার একটাই অর্থ, এটাও জানিস না শালা। নিজেই গিয়ে কম্পিউটার অন করল। সার্চ দিল e-mela.com| বলল, বুঝলি, এতে সব দেশি পত্রিকার লিংক পাবি। শুনেছিস তো প্লেন উড়িয়ে দেয়ার প্ল্যান ছিল। ফ্লোরিডা ও ক্যালিফোর্নিয়াতে কিছু মসজিদও ভাংচুর হয়েছে। সাকিব বিরক্ত হল—এ তো হাটে-বাজারে, টিভিতে-রেডিওতে, সাদাদের চোখে সর্বত্রই দেখা যাচ্ছে। ওই সাইটে যেতে হবে কেন? মশি ততধিক অবাক হয়ে বলল, দেশি ভার্শন। নিজের ভাষায় বিশ্বের খবর পড়ার যে আনন্দ তা কি কোথাও আছে।

এতই যদি দেশপ্রেম, যা না ভাগ দেশে। এখানে রাতদুপুরে আমাকে জ্বালাচ্ছিস কেন?

পাত্তা না দিয়ে মশি বলল, জানিস আমাদের কবি শামসুর রাহমান মারা গেছেন। দীর্ঘ একটা শ্বাস ফেলল, বলল সবাই মরে যাব তারপরও এত মারামারি, হানাহানি কেন বলতে পারিস। সাকিব সঙ্গে সঙ্গেই বলল Nope মশি দমল না। বলল ভাবছি ড. রাইসকে একটা চিঠি লিখব।

যত খুশি লিখ তবে ভাবীর আড়ালে, প্রেমপত্র ভেবে শেষে... মশি নিজের ধাচেই বলে গেল, মায়ের জাতি। উনি হয়তো-বা মর্ম বুঝবেন আমার মনোবেদনার।

বাপের জাতিই-বা কি দোষ করল। বুশ আর লাদেনকেও CC (কার্বন কপি) দিস।

ধুর শালা! মশি এবার উঠে পড়ল। যেতে যেতে আনমনেই বলল আরেকটা কলিঙ্গ যুদ্ধ কি প্রয়োজনীয়, সম্রাট অশোকদের মন বদলানোর জন্য?

Hey Hey go away, আমি এখন ঘুমাব।

তোর কি? তুই তো ঘুমিয়েই আছিস। আমি তো আর ঘুমের ভান করে পড়ে থাকতে পারছি না। আমাকে দারুণ একটা চিঠির লেখক খুঁজে বার করতে হবে। খুবই জরুরি। জাতিসংঘ থেকে শুরু করে আমাদের খালেদা-হাসিনা পর্যন্ত সবাইকে যে-চিঠি মুগ্ধ করবে। সবাই একসঙ্গে এক হবে।

শোন, তোর এই বিশ্বময় কোলাকুলির প্রজেক্ট নিয়ে বিদায় হ।

ধুর শালা তোকে দিয়ে কিছুই হবে না।

ভাগ, আমি ঘুমাব।

মশিও সঙ্গে সঙ্গে আজ অসম্ভব অসন্তোষের ভঙ্গিতে বেরিয়ে গেল। খেপেছে মনে হয়।

আর মশি বিদায় হতেই ঘরময় আবার ঝুপ করে নীরবতার দেখা, হিটার চলার নিরন্তর একটা শব্দ শুধু। কম্পিউটার থেকেও একধরনের ধাতব শব্দ আসছে। স্ক্রিন সেভারটায় ভেসে উঠেছে ইটারনিটি ২০০০ শতককে স্বাগতম জানাতে 31st night (1999)-এ সিডনি অপেরা হাউস আর হার্বার্ড ব্রিজের মাথায় চোখা-চোখা বাছা-বাছা কিছু শব্দের যে আতশবাজির বহ্নি উৎসব (Fire works) হয়েছিল, তার থেকে সাকিব বেছে নিয়েছে ইটারনিটি, অনন্ত। মাউস হাতে ধরতেই অনন্তও হারিয়ে গেল। চোখ গাঁথল খোলা web-newspaper-টার দিকে। ছট করে ছুটে এলো সীতাকুন্ড, আক্রমণ চালাল যেন। ঘ্যাচ ঘ্যাচ ঘ্যাচ। দেখা যেন তার পেয়েছে, এতকাল পরে।

আক্রান্ত সাকিব, ভীত সাকিব। ভীরুচোখে চেয়ে রইল পিসিটার দিকে। সেই চট্টগ্রাম। তুখোড় ছাত্রজীবন। রাজনীতি। একটি টার্গেট হিন্দুপাড়ায় প্রতিপক্ষ রাজনৈতিক নেতা। কাছাকাছি বাসাটাতে পৌঁছানোর আগেও ঠিক মতন জানত না সে, কি ঘটতে যাচ্ছে। দলে তারা সাত-আটজন। দরজাটা খুললেই টার্গেট। সঙ্গে সঙ্গে বুম বুম বুম। তাদেরই একজন গুলি করেছিল। ছিটকে পড়ে গেল বিশাল মানুষটা। পড়তে পড়তে বলছে–অর্ঘ্য ভাগ, অর্ঘ্য পালা। ভেতরের দিককার দরজার ওপর ৬/৭ বছরের এক শিশু। বিস্ফোরিত চোখে দেখছে বাবার পড়ে যাওয়া।

কে যেন তাকে টেনে নিয়ে ফিরেছিল। দলেরই কেউ। সবাই অপারেশন শেষ করে তাৎক্ষণিকভাবেই চট্টগ্রাম ফিরে গিয়েছিল। সে কি ফিরতে পেরেছে কখনো আর, সেইখান থেকে কোনোদিন। নিজেরই চিতাভস্ম নিজেরই চোখে মেঝেতে যেন পুড়ে-পুড়ে গলে-গলে শেষ হয়ে যেতে দেখেছে। নিজেরই যেন আর্তনাদ এখন হয়ে গেছে–অর্ঘ্য ভাগ ভাগ ভাগ। সে ভাগছে। ভেগে বেড়াচ্ছে। দেশ-দেশান্তরে। দেশ ছেড়েছে। আজ বহু দূরে। তৈরি হয়েছে নিজের সঙ্গেই যেন নিজের যোজন যোজন দূরত্ব। আমাতে আমাতে যেন আর হয় না দেখা। অর্ঘ্য একদিন বড় হবে। খুঁজবে কি তাদের। খুঁজবে অচেনা কিছু মুসলমান ছেলেকে। পাবে না হয়তো-বা তাদের। কিন্তু ক্রোধ অথবা সরব বা নীরব ঘৃণা নিয়ে কি চাইবে না কোটি কোটিজনের দিকে, সাতজনের খোঁজে। অর্ঘ্যরা কি ভুলবে? লেবাননের এতশত অনাথ শিশু কিংবা ইরাকের আশ্রয়হারা বাচ্চাগুলো কি প্রচ- আক্রোশে বড় হবে না ইহুদি বা খ্রিস্টানদের বিরুদ্ধে! কিংবা যেসব আমেরিকান সৈনিক অন্য দেশের সঙ্গে যুদ্ধ করতে গিয়ে জীবন দিয়েছে তাদের বাচ্চারাও কি ভাববে না ওই দেশগুলো তাদের শত্রু?

পালিত হবে কি লালিত এক ঘৃণার ইটারনিটি। এ কেমন ধারার ইটারনিটির সূচনা।

কেউ কি সত্যিই একটি চিঠি লিখবে, প্রচ- শক্তিশালী। একেবারেই ধ্বংসের আগে একটি অসাধারণ মন্ত্রমুগ্ধকর চিঠি কি লেখা হবে কোথাও, কাউকে। আবার ভাবল, একটি চিঠিতেই-বা কি হবে!

বা কিছু কি হবে? সাকিব ঝাঁপিয়ে পড়ল বিছানায়। ঘুমিয়ে পড়তে হবে চটজলদি। ভুলে যেতে হবে। কেঁচে গণ্ডুষ। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ভুলে যেতে হবে আজকের ভাবনা। তাকে তাড়া করছে সীতাকুন্ড। ধাওয়া করছে। ধর ধর ধর। ধাবমান সাকিব। সে শুধু তার সীতার কথা ভাবতে চায়। সীতাকুন্ড না।

কিন্তু রাতভর সাকিব জেগে রইল। ঘুম এলো না দু'চোখে। আর ঘরের এক কোণে জেগে বসে রইল ইটারনিটি তার দিকে চেয়ে।